দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩

NOV. 23 2002

বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

বিগত ১৪ নভেম্বর, ২০০২ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত উপসম্পাদকীয়তে উদ্ধৃত হয়েছে, 'ঢাকার একটি ইংরেজী দৈনিকে অন্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের চারজন শিক্ষকের ৪টি পত্র প্রকাশিত হয়। এসব পত্রে তারা জনাব নজমুল হুদার দাবীকৃত আবিষ্কারকে তাদের দেয়া বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আলোকে অসম্ভব বলে ঘোষণা দেন এবং এ নিয়ে কোন পরীক্ষারও প্রয়োজন নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু ঐ শিক্ষকদের প্রত্যেকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যে ভুল ছিল, তা অবশেষে বিজ্ঞানী নজমুল হুদাই গত ১৮ অক্টোবর, ২০০২ উক্ত দৈনিককে একটি পত্রের মাধ্যমে ধরিয়ে দেন। বিজ্ঞানী হুদার উক্ত পত্র প্রকাশিত হবার পর ঐ শিক্ষকদের তিনজন কোন উত্তরই দেননি। একজন শিক্ষক পত্রে পূর্বতন অবস্থান পরিবর্তন করে প্রকারান্তরে তাদের ভুল স্বীকার করে নেন এবং আবিষ্কারের আন্তর্জাতিক পেটেন্টের জন্য আবেদন, জার্নালে প্রকাশ, সেমিনারে উপস্থাপন এবং প্রয়োজনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চেষ্টা চালাতে বিজ্ঞানী হুদাকে বিলম্বিত ও অযাচিত পরামর্শ দেন।'

এখন প্রশ্ন হল, উক্ত শিক্ষকগণ ব্যক্তিগতভাবে এইসব বৈজ্ঞানিক ভুল ব্যাখ্যা দেননি, রীতিমতো প্রফেসর পদবী এবং বুয়েট/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিয়ে পত্রাকারে তাদের বক্তব্য উক্ত ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশ করেছিলেন। এতে করে, বিদেশী দূতাবাসের লোকজনের চোখে পড়া ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সম্ভবত এ কারণেই বিজ্ঞানী হুদা অত্যন্ত বিনীতভাবে উক্ত প্রফেসরদের ভাল মতো পড়াশুনা করে তারপর গণমাধ্যমে লেখার অনুরোধ জানান। যা হোক, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা দেশের ভাবমূর্তি যেন এভাবে আর ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। একই সাথে, উপসম্পাদকীয়টির বক্তব্যানুসারে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কার্যকারী বিজ্ঞানচর্চা তথা জাতীয় সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনিক বা বৃত্তিবৃত্তিক বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর অনমনীয় পদক্ষেপ আশা করছি।

সবশেষে একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। জানা গেছে যে, বিশিষ্ট বিদেশী পেটেন্ট আইনজ্ঞগণ বিজ্ঞানী হুদাকে তার আবিষ্কারকর্ম আন্তর্জাতিকভাবে পেটেন্টের জন্য আবেদনের আগে আইনগতভাবে গোপন রাখতে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়ে জার্নালে প্রকাশে কিংবা সেমিনার আয়োজনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশে আবেদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং তার শেষ সময়সীমাও দ্রুত কাছে আসছে। মডেল তৈরীও তেমনি খরচসাপেক্ষ। অতএব, বিজ্ঞানী নজমুল হুদার ব্যক্তিগত উদ্যোগ দীর্ঘ নিরলস বিজ্ঞানচর্চা ও সাফল্য এবার তার দেশপ্রেমের উজ্জ্বল বাস্তবতাকে সামনে রেখে, সরকার ও দেশপ্রেমিক জনগণকে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তার যুগান্তকারী আবিষ্কারটির আন্তর্জাতিক পেটেন্টকরণ ও মডেল তৈরী এবং নিরাপত্তা অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধার মাঝে তার বিজ্ঞানচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার ব্যাপারে এবং তা জাতীয় স্বার্থেই। বিজ্ঞানী হুদার আবিষ্কারকর্ম ২১ আগস্ট থেকে পেটেন্ট অফিসে জমা আছে। সেই রূপরেখা অবাস্তব বা ভুল প্রমাণিত হলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী থাকবে না। কতিপয় ছাত্র ও নাগরিক

সিরাজ, লিটন, পলাশ, হায়াত, টিপু।
বাসাবো, ঢাকা।